

আকাইদ ও ফিকহ

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি

আকাইদ ও ফিকহ



বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

الْعَقَائِدُ وَالْفِقْهُ আকাইদ ও ফিক্হ

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি

২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী মোঃ আব্দুল আলীম
ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল-মারুফ
আ. ন. ম. মাহবুবুর রহমান
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৭
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৫

ডিজাইন

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গকথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, তাকওয়াসম্পন্ন, সৎ এবং সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী নাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ইসলামি মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি নৈতিক, বিজ্ঞানমনস্ক, সৎ ও দক্ষ জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম ২০১২-এর আলোকে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে আকাইদ ও ফিকহ পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইটিতে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একুশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয় এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান-২০২৪ এর চেতনাকে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষকগণের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর উন্নত করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আশা করি, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পাঠকে আনন্দময় করবে এবং তাদের প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে।

সূচিপত্র

অধ্যায়	পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা	
আকাইদ				সালাত				
প্রথম	আকাইদ ও ইমান			পঞ্চম	পাঠ-১	সালাতের ওয়াজ্ত	৩৩	
	পাঠ-১	আকাইদ	১		পাঠ-২	সালাত আদায়ের নিয়ম	৩৫	
	পাঠ-২	ইমান	২		পাঠ-৩	সালাতের ফরজসমূহ	৩৭	
	পাঠ-৩	ইসলাম	৩		পাঠ-৪	সালাতের ওয়াজিবসমূহ	৩৮	
	পাঠ-৪	তাওহিদ	৪		পাঠ-৫	দোআ কুনুত	৩৯	
	পাঠ-৫	আল আসমাউল হুসনা	৫		সাওম, যাকাত ও হজ্জ			
দ্বিতীয়	নবি, রাসুল ও কুরআন মাজিদ			ষষ্ঠ	পাঠ-১	সাওমের পরিচয় ও গুরুত্ব	৪১	
	পাঠ-১	নবি ও রাসুল	৮		পাঠ-২	সুহুর ও ইফতার	৪২	
	পাঠ-২	প্রসিদ্ধ নবি-রাসুলের নাম	১০		পাঠ-৩	যাকাত	৪৩	
	পাঠ-৩	নবি ও রাসুল সম্পর্কে আকিদার কয়েকটি দিক	১১		পাঠ-৪	হজ্জ	৪৫	
	পাঠ-৪	কুরআন মাজিদ	১২		আখলাক ও দোআ			
	পাঠ-৫	কুরআন মাজিদ সম্পর্কে আকিদার কয়েকটি দিক	১৪		আখলাক			
তৃতীয়	ফেরেশতা, আখেরাত ও তাকদির			সপ্তম	পাঠ-১	আখলাকে হাসানাহ	৪৮	
	পাঠ-১	ফেরেশতার পরিচয়	১৬		পাঠ-২	মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য	৪৯	
	পাঠ-২	প্রধান চার ফেরেশতা	১৭		পাঠ-৩	শিক্ষকের প্রতি সম্মান	৫০	
	পাঠ-৩	কিরামান কাতিবিন ও মুনকার-নাকির	১৮		পাঠ-৪	ইখলাস	৫১	
	পাঠ-৪	আখেরাত	১৯		পাঠ-৫	প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার	৫২	
	পাঠ-৫	মৃত্যু	২০		পাঠ-৬	সততা ও ওয়াদা পালন	৫৩	
	পাঠ-৬	কবর	২১		পাঠ-৭	মিথ্যার কুফল	৫৪	
	পাঠ-৭	কিয়ামত	২২		পাঠ-৮	ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি সম্মান	৫৫	
	পাঠ-৮	তাকদির	২৩		পাঠ-৯	দেশপ্রেম	৫৬	
	ফিক্হ				দোআ			
চতুর্থ	তাহারাত			অষ্টম	পাঠ-১	মাসনুন দোআর পরিচয়	৫৯	
	পাঠ-১	অজু	২৬		পাঠ-২	কুরআন মাজিদ থেকে দু'টি দোআ	৬০	
	পাঠ-২	গোসল	২৭		পাঠ-৩	আয়নায় চেহারা দেখার সময় যে দোআ পড়তে হয়	৬০	
	পাঠ-৩	তায়াম্মুম	২৮		পাঠ-৪	রাগের সময় ও হাই উঠলে যে দোআ পড়তে হয়	৬১	
	পাঠ-৪	ইসতিনজা ও মিসওয়াক	২৯		পাঠ-৫	যানবাহনে আরোহণের সময় যে দোআ পড়তে হয়	৬১	
					পাঠ-৬	সালাত পরবর্তী তাসবিহ	৬২	
শিক্ষক নির্দেশিকা							৬৩	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আকাইদ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ ও ইমান

পাঠ-১

আকাইদ (الْعَقَائِد)

আকাইদ এর পরিচয়

عَقَائِد (আকাইদ) শব্দটি عَقِيدَة (আকিদাহ) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ বন্ধন, দৃঢ় বিশ্বাস। পরিভাষায়- ইসলামের মূল বিষয়সমূহ মনেপ্রাণে সত্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস করাকে আকাইদ বলে। ব্যাপক অর্থে তাওহিদ, রিসালাত, আখেরাত, ফেরেশতা, আসমানি কিতাবসমূহ, তাকদির-এ সকল বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণের নাম আকাইদ। মুসলিম জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইমান ও সহিহ আকিদা। আকিদা বিশুদ্ধ না হলে আমল যতই ভালো হোক আল্লাহর দরবারে তা কবুল হবে না। তাই ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন মুক্তির জন্য বিশুদ্ধ আকিদা পোষণ করা আবশ্যিক। এজন্য আকিদার বিষয়গুলো জানা থাকা জরুরি। আকাইদ সম্পর্কিত বিষয়গুলো ভালোভাবে জানা না থাকলে কেউ ইবাদত মনে করে এমন কাজও করে ফেলতে পারে, যা শরিয়ত সমর্থিত নয়। অন্যদিকে শরিয়ত অনুমোদিত বিষয়কেও কেউ বিদআত বা শিরক মনে করতে পারে।

আমরা দীনের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক আকিদা কী তা জানব এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করব।

পাঠ-২

ইমান (الْإِيمَانُ)

ইমানের পরিচয়:

ইমান (الْإِيمَانُ) শব্দের অর্থ বিশ্বাস। শরিয়তের পরিভাষায়- প্রিয়নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সে সকল বিষয়সহ তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করাকে ইমান বলে।

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা এবং এগুলোকে নিজের দ্বীন হিসেবে মনেপ্রাণে গ্রহণ করার নামই ইমান। যার ইমান আছে তাকে মুমিন বলা হয়। তবে পরিপূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও বাস্তব জীবনে আমল-এ তিনটি বিষয় এক সঙ্গে থাকা দরকার। কেউ যদি মৌখিক স্বীকৃতির পর অন্তর দিয়ে বিশ্বাস না করে, তাহলে সে মুমিন নয়; বরং মুনাফিক। আবার কেউ যদি অন্তরে বিশ্বাস করে, মুখেও স্বীকার করে, কিন্তু আমল না করে; তাহলে সে ফাসিক।

আরকানুল ইমান

আরকান অর্থ খুটি বা মৌলিক বিষয়। আরকানুল ইমান তথা ইমানের মৌলিক বিষয় ৬টি:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ১. আল্লাহর প্রতি ইমান | ৪. রাসুলগণের প্রতি ইমান |
| ২. ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান | ৫. পরকালের প্রতি ইমান |
| ৩. আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান | ৬. তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি ইমান |

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

(الْإِيمَانُ) أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ .

অর্থ: (ইমান হলো) তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ ও পরকালের প্রতি এবং বিশ্বাস করবে তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি।
(সহিহ মুসলিম-১)

এ মৌলিক বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারে না। এছাড়াও ইমানের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। আমরা সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখব এবং ইমানের দাবি অনুযায়ী জীবন গড়ব।

পাঠ-৩

ইসলাম (الْإِسْلَامُ)

ইসলামের পরিচয়

ইসলাম (الْإِسْلَامُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য। শরিয়তের পরিভাষায়- আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিধি-বিধান ও আদর্শ নিয়ে এসেছেন, তার আলোকে জীবন যাপন করার নাম ইসলাম। যিনি আল্লাহ প্রদত্ত ও রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য করেন তিনি মুসলিম।

ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে কোনো ভুল বা অপূর্ণতা নেই; বরং এতে মানব জীবনের সকল দিক ও বিষয়ের যথাযথ নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ পাক কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম। (সুরা মায়িদা : ৩)

ইসলামের মূল ভিত্তি

এ বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

অর্থ: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি; ১) এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রাসুল; ২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা; ৩) যাকাত প্রদান করা; ৪) হজ্জ করা; ৫) রমজান মাসে রোযা রাখা। (বুখারি-৭ ও মুসলিম-২১) আমরা ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করব এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলব।

পাঠ-৪

তাওহিদ (التَّوْحِيدُ)

তাওহিদের পরিচয়

তাওহিদ (التَّوْحِيدُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ একীকরণ বা একত্ববাদ, আল্লাহ তাঁ'আলাকে এক বলে স্বীকার করা। তাওহিদের মূল বিষয় হলো আল্লাহকে তাঁর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় একক মর্যাদা দেয়া, ইবাদাতে তাঁকে এককভাবে মানা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীতে তাঁর সাথে কাউকে তুলনা না করা।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

অর্থ: বলো, তিনিই আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন; বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (সুরা ইখলাস)

তাওহিদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ আমাদের ইলাহ, স্রষ্টা ও প্রতিপালক। বিশ্বজগতের সবকিছুর স্রষ্টা তিনি। তিনিই এ সমগ্র জগতের একমাত্র মালিক ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই পালনকর্তা, রিজিকদাতা, বিধানদাতা। সৃষ্টিজগতের সব কিছুর অস্তিত্ব, ধ্বংস, জন্ম-মৃত্যু সব তাঁরই হাতে। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমাদের ইবাদত-বন্দেগি পাওয়ার একমাত্র অধিকারী তিনিই। তাঁর নাম ও গুণাবলীতে তিনি একক।

আমরা তাওহিদের উপর ইমান আনব এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করব।

পাঠ- ৫

আল-আসমাউল হুসনা (الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ)

আল-আসমাউল হুসনা:

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ এর অর্থ সুন্দর নামসমূহ। এখানে সুন্দর নাম দ্বারা আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর সত্ত্বাবাচক নাম ‘আল্লাহ’। এ নাম ব্যতীত তাঁর অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে। যেমন الْخَالِقُ বা সৃষ্টিকর্তা।

শরিয়তের পরিভাষায়- আল্লাহ তাআলার এ গুণবাচক নামগুলোকে ‘আল-আসমাউল হুসনা’ বলা হয়। হাদিস শরিফে আল্লাহর গুণবাচক নিরানব্বইটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সকল নাম ধরে আল্লাহকে ডাকার জন্য তিনি নিজেই কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেছেন :

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا.

অর্থ : আল্লাহর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামে ডাক। (সুরা আরাফ : ১৮০)

আল্লাহ তাআলা সত্ত্বাগত দিক থেকে যেমন এক ও অদ্বিতীয়, তেমনি সিফাত তথা গুণাবলির দিক থেকেও এক ও অদ্বিতীয়।

আমরা আল্লাহ তাআলার সত্ত্বার প্রতি যেমন ইমান আনব, তেমনি তাঁর সিফাতসমূহের প্রতিও ইমান আনব এবং এগুলোতে কাউকে তুলনা করবো না।

আল্লাহ তাআলার গুণবাচক ৩০টি নাম:

গুণবাচক নাম	অর্থ	গুণবাচক নাম	অর্থ
الرَّحْمَنُ	অসীম দয়াময়	الْغَفُورُ	অতিক্ষমাশীল
الرَّحِيمُ	পরম দয়ালু	الْعَلِيمُ	সর্বজ্ঞ
الْمَلِكُ	অধিপতি	السَّمِيعُ	সর্বশ্রোতা
الْقُدُّوسُ	অতিপবিত্র	الْمَاجِدُ	মহীয়ান
السَّلَامُ	শান্তিদাতা	الْبَصِيرُ	সর্বদ্রষ্টা
الْمُؤْمِنُ	নিরাপত্তা বিধায়ক	اللَّطِيفُ	সূক্ষ্মদর্শী
الرَّزَّاقُ	রিজিকদাতা	الْخَبِيرُ	সম্যক অবহিত
الْعَزِيزُ	মহাপরাক্রমশালী	الشَّكُورُ	গুণগ্রাহী
الْجَبَّارُ	মহাপ্রবল	الْقَدِيرُ	সর্বশক্তিমান
الْخَالِقُ	সৃষ্টিকর্তা	الْمُجِيبُ	সাড়াদানকারী
الْكَبِيرُ	শ্রেষ্ঠ	الْحَكِيمُ	প্রজ্ঞাময়
الْمُهَيِّمُ	রক্ষক	الْوَاسِعُ	সর্বব্যাপী
الْمُتَكَبِّرُ	মহিমান্বিত	الشَّهِيدُ	প্রত্যক্ষদ্রষ্টা
الْحَسِيبُ	হিসাব গ্রহণকারী	الْغَفَّارُ	অধিক ক্ষমাশীল
الْكَرِيمُ	অনুগ্রহকারী	الْوَهَّابُ	মহাদাতা

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) ইমানের মৌলিক বিষয়-

(১) ৪টি (২) ৫টি (৩) ৬টি (৪) ৭টি

(খ) **الْغَفَّارُ** অর্থ-

(১) প্রবল (২) মহাদাতা (৩) অধিক ক্ষমাশীল (৪) রিজিকদাতা

(গ) **الْعَلِيمُ** অর্থ-

(১) সর্বজ্ঞ (২) সর্বদ্রষ্টা (৩) সর্বব্যাপী (৪) সর্বশ্রোতা

(ঘ) তাওহীদের বর্ণনা আছে-

(১) সুরা নাসে (২) সুরা ইখলাসে (৩) সুরা কাওছারে (৪) সুরা লাহাবে

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) আকাইদ কাকে বলে?

(খ) ইমানের মৌলিক বিষয়গুলো কী কী?

(গ) তাওহীদের মূল বিষয় কী?

(ঘ) মুসলিম কাকে বলে?

(ঙ) আল-আসমাউল হুসনা বলতে কী বুঝ?

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) আকাইদ শিক্ষার গুরুত্ব আলোচনা কর।

(খ) ইমান অর্থ কী? ইমানের পরিচয় দাও।

(গ) সুরা ইখলাসের অর্থ লিখ।

(ঘ) 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা'- ব্যাখ্যা কর।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) যার ইমান আছে তাকে — বলা হয়।

(খ) ইসলামের মূল ভিত্তি — টি।

(গ) ইমানের মৌলিক বিষয়গুলো — এর মধ্যে আমরা পাই।

(ঘ) হাদিস শরিফে আল্লাহর গুণবাচক — নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবি, রাসুল ও কুরআন মাজিদ

পাঠ-১

নবি ও রাসুল (النَّبِيُّ وَالرَّسُولُ)

নবি ও রাসুলের পরিচয়

নবি (النَّبِيُّ) আরবি শব্দ। এর অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদদানকারী, অদৃশ্যের সংবাদদাতা। রাসুল (الرَّسُولُ) শব্দটিও আরবি। এর অর্থ দূত, বার্তাবাহক, প্রতিনিধি। শরিয়তের পরিভাষায়- আল্লাহর বিধি-বিধান মানুষের নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত ব্যক্তিকে নবি ও রাসুল বলা হয়।

নবি ও রাসুলের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব ও নতুন শরিয়ত প্রদান করা হয়েছে তিনি রাসুল। আর যিনি শরিয়তপ্রাপ্ত হননি; বরং পূর্ববর্তী রসুল ও তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবের অনুসরণ ও প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন তিনি নবি। বস্তুত সব রাসুল নবি, তবে সব নবি রাসুল নন। নবুওয়াত ও রিসালাত আল্লাহর বিশেষ দান ও অনুগ্রহ। কেউ ইচ্ছা করে নবি ও রাসুল হতে পারে না।

প্রথম নবি আদম আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ নবি ও রসুল হলেন মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি সকল নবি-রাসুলের সরদার। তাঁর পরে কোনো নবি ও রাসুল এ পৃথিবীতে আসবেন না। তাই তাঁকে ‘খাতামুন নাবিয়্যিন’ বা সর্বশেষ নবি বলা হয়।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ
التَّبِيِّينَ.

অর্থ : মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল ও সর্বশেষ নবি। (সূরা আহযাব : ৪০)

প্রত্যেক নবি-রাসুলেরই মূল দায়িত্ব ছিল মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা, পথহারা মানুষকে হিদায়াতের আলো দান করা এবং জমিনে আল্লাহর দীন কায়েম করা। নবি-রাসুলগণের দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হলো-

- ◆ তাওহিদ তথা আল্লাহর একক মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা;
- ◆ আল্লাহর প্রতি ইমান আনা ও তাঁর ইবাদতের জন্য মানুষকে দাওয়াত দেওয়া;
- ◆ আল্লাহর সকল বিধি-বিধানের অনুসরণ এবং সেগুলো মানুষকে জানানো;
- ◆ আখেরাত সম্পর্কে সতর্ক করা;
- ◆ মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া ও জাহান্নামের আজাব থেকে সতর্ক করা;
- ◆ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলার পথনির্দেশনা দেওয়া।

নবি ও রাসুলগণ ছিলেন নিষ্পাপ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাদের সাথে অন্য কোনো মানুষের তুলনা চলে না। নবি-রাসুলের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও ভালোবাসা না থাকলে কেউ মুমিন হতে পারে না।

আমরা সকল নবি ও রাসুলের প্রতি ইমান রাখব, তাঁদেরকে ভালোবাসব এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করব।

পাঠ-২

প্রসিদ্ধ নবি-রাসুলের নাম

মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে অনেক নবি-রাসুল দুনিয়াতে আগমন করেছেন। তাঁদের সকলের নাম কুরআন মাজিদে উল্লেখ করা হয়নি। আমাদের রসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্বে আরো অনেক নবি-রসুল পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ.

অর্থ : আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো একজন রসুলই। তাঁর পূর্বে আরো অনেক রসুল অতিবাহিত হয়েছেন। (সূরা আলে-ইমরান : ১৪৪)
কুরআন মাজিদে ২৫ জন নবি-রসুলের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন-

১. আদম (ﷺ)	১৪. হারুন (ﷺ)
২. ইদরিস (ﷺ)	১৫. আইয়ুব (ﷺ)
৩. হুদ (ﷺ)	১৬. দাউদ (ﷺ)
৪. সালিহ (ﷺ)	১৭. সুলাইমান (ﷺ)
৫. নুহ (ﷺ)	১৮. ইউনুস (ﷺ)
৬. ইবরাহিম (ﷺ)	১৯. ইল্‌ইয়াস (ﷺ)
৭. লুত (ﷺ)	২০. জাকারিয়া (ﷺ)
৮. ইসমাইল (ﷺ)	২১. ইয়াহুইয়া (ﷺ)
৯. ইসহাক (ﷺ)	২২. যুলকিফল (ﷺ)
১০. ইয়াকুব (ﷺ)	২৩. আল-ইয়াসা (ﷺ)
১১. শুআইব (ﷺ)	২৪. ইসা (ﷺ)
১২. ইউসুফ (ﷺ)	২৫. খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
১৩. মুসা (ﷺ)	

পাঠ-৩

নবি-রাসুল সম্পর্কে আকিদার কয়েকটি দিক

নবি ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস রাখা ইমানের অঙ্গ। এ বিশ্বাসের কয়েকটি দিক হলো :

- ১। নবি-রাসুলগণ সকলেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক মানবজাতির হিদায়াতের জন্য মনোনীত ;
- ২। তাঁরা সকলেই যথাযথভাবে নবুওয়াত ও রিসালতের দায়িত্ব পালন করেছেন ;
- ৩। নবি-রাসুলগণ মা'সুম বা নিষ্পাপ ;
- ৪। নবি-রাসুলগণ আল্লাহর খাস বান্দা। তাঁদের কেউ আল্লাহর পুত্র বা তাঁর সত্ত্বার অংশ নন ;
- ৫। নবি-রাসুলগণ জাতি হিসেবে মানুষ। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নন। গুণের দিক থেকে অতুলনীয় ;
- ৬। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি নেই। তিনি নবি-রাসুলদের সরদার এবং সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর যদি কেউ নবুওয়াত দাবি করে তবে সে হবে প্রতারক ও মিথ্যুক।

পাঠ-৪

কুরআন মাজিদ (قُرْآنٌ مَّجِيدٌ)

কুরআন মাজিদের পরিচয়

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব হলো কুরআন মাজিদ। এটি আল্লাহ তাআলার কালাম এবং আমাদের মহান ধর্মগ্রন্থ। এটি লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত আছে। আল্লাহ তাআলা জিবরীল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে লাওহে মাহফুজ থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে এ কিতাব অবতীর্ণ করেন।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন :

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ. فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ.

অর্থ : বরং এটা মহিমান্বিত কুরআন, লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত। (সূরা বুরূজ : ২১-২২)



কুরআন মাজিদ

কুরআন মাজিদের আরও অনেক নাম রয়েছে। যেমন- ফুরকান, কিতাব, নুর ইত্যাদি।

কুরআনের ভাষা আরবি। এতে ১১৪ টি সুরা রয়েছে। সবচেয়ে বড় সুরা আল বাকারা এবং সবচেয়ে ছোট সুরা আল কাওছার।

অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা যায় না। সালাতের মধ্যে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করা ফরজ। কুরআন তেলাওয়াতে অনেক সওয়াব রয়েছে। কুরআন মাজিদের একটি হরফ তেলাওয়াত করলে দশটি নেকি লাভ করা যায়। সকলের উচিত বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করা। কেননা কিরাত বিশুদ্ধ না হলে সালাত হয় না। শুধু তেলাওয়াত নয়, কুরআন বুঝার চেষ্টা করতে হবে। কুরআন আল্লাহর কালাম। আমরা আল্লাহর বান্দা। বান্দাকে তার রবের কথা বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে।

কুরআন মাজিদ সকল যুগের সকল মানুষের জন্য মুক্তির সনদ। এতে রয়েছে মানব জীবনের সকল সমস্যার সুন্দরতম সমাধান। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় আছে এবং থাকবে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এর হিফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

আমরা বিশুদ্ধভাবে কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করব। কুরআন মাজিদ বুঝবো এবং তাতে বর্ণিত বিধি-বিধানসমূহ জানব এবং এর আলোকে জীবন গড়ব।

পাঠ-৫

কুরআন মাজিদ সম্পর্কে আকিদার কয়েকটি দিক

কুরআন মাজিদ আল্লাহর কিতাব। এ কিতাব বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এর উপর ইমান রাখা ফরজ। কুরআন মাজিদ সম্পর্কে আকিদার কয়েকটি দিক হলো :

- ১। কুরআন মাজিদ সকল আসমানি কিতাবের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। এ কিতাবে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই ;
- ২। কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার কালাম বা বাণী ;
- ৩। কুরআন মাজিদের আগমনের পূর্বের অন্য সকল আসমানি কিতাব রহিত হয়ে গেছে ;
- ৪। কুরআন মাজিদ লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত ;
- ৫। এ কিতাব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শ্রেষ্ঠ মু'জিয়াহ ;
- ৬। সকল যুগের সকল মানুষের জন্য কুরআন মাজিদ পথপ্রদর্শক।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) নবি শব্দের অর্থ-

(১) পরামর্শদাতা

(২) প্রশিক্ষক

(৩) অদৃশ্যের সংবাদদাতা

(৪) সাহায্যকারী

(খ) সকল নবি-রসুলের সর্দার হলেন-

(১) আদম (ﷺ)

(২) নুহ (ﷺ)

(৩) ইবরাহিম (ﷺ)

(৪) মুহাম্মদ (ﷺ)

(গ) কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হয়-

(১) ২০ বছরে

(২) ২১ বছরে

(৩) ২২ বছরে

(৪) ২৩ বছরে

(ঘ) কুরআন মাজিদ হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন-

(১) আল্লাহ তাআলা

(২) মুহাম্মদ (ﷺ)

(৩) আলিমগণ

(৪) হাফিযগণ

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) খাতামুন নাবিয়্যিন কে?

(খ) নবি ও রসুলের মধ্যে পার্থক্য কী?

(গ) কুরআন মাজিদ কোথায় সংরক্ষিত?

(ঘ) নবি-রসুল সম্পর্কে আকিদার দু'টি বিষয় লিখ।

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) নবি-রসুলের দায়িত্ব বর্ণনা কর।

(খ) দশজন নবি-রসুলের নাম লিখ।

(গ) কুরআন মাজিদের পরিচয় দাও।

(ঘ) কুরআন মাজিদ সম্পর্কে আকিদার ৫টি দিক বর্ণনা কর।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) কুরআন মাজিদে মোট — জন নবি-রসুলের নাম পাওয়া যায়।

(খ) নবুওয়াত ও রিসালাত আল্লাহর বিশেষ — ও —।

(গ) কুরআন মাজিদে — টি সুরা রয়েছে।

(ঘ) কুরআন মাজিদ কিয়ামত পর্যন্ত — থাকবে।

(ঙ) কেউ ইচ্ছা করে — ও — হতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়

ফেরেশতা, আখিরাত ও তাকদির

পাঠ-১

ফেরেশতার পরিচয়

ফেরেশতা শব্দটি ফার্সি। আরবিতে মালাক (مَلَك)। مَلَك শব্দের বহুবচন হলো মালাইকাহ (مَلَائِكَة)।

ফেরেশতা নুরের তৈরি এবং আল্লাহ তাআলার একান্ত অনুগত মাখলুক। আল্লাহর হুকুমে তাঁরা যে কোনো আকৃতি ধারণ করতে পারেন। আহার-নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজনও তাঁদের হয় না। ফেরেশতাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। ফেরেশতাগণ সবসময় আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর তাসবিহ পাঠে নিয়োজিত থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

অর্থ : আল্লাহ তাদের যা আদেশ করেন তারা এর অবাধ্য হন না এবং তারা যা আদেশ পান, তা করেন। (সুরা তাহরিম : ০৬)

ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস রাখা ইমানের অংশ। তাঁদের অস্তিত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে ইমান থাকবে না।

পাঠ-২

প্রধান চার ফেরেশতা

ফেরেশতাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফ থেকে আমরা কয়েকজন ফেরেশতার নাম ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। ফেরেশতাদের মধ্যে প্রধান চারজন হলেন :

- ১। **জিবরীল আলাইহিস সালাম** : তিনি নবি ও রাসুলগণের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছাতেন ;
- ২। **মিকাইল আলাইহিস সালাম** : তিনি রিযিক বণ্টন, মেঘ পরিচালনা ও বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্ব পালন করেন ;
- ৩। **মালাকুল মাউত আলাইহিস সালাম** : তিনি আল্লাহর হুকুমে রুহ কবজ করার দায়িত্ব পালন করেন ।
- ৪। **ইসরাফিল আলাইহিস সালাম** : তিনি শিঙ্গা মুখে নিয়ে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছেন। আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তিনি শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন। তখনই কিয়ামত শুরু হবে ।

পাঠ-৩

কিরামান-কাতিবিন ও মুনকার-নাকির

কিরামান-কাতিবিন

যে সকল ফেরেশতা মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করে থাকেন তাদের কিরামান কাতিবিন বলা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন -

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. كِرَامًا كَاتِبِينَ.

অর্থ : অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছেন, সম্মানিত (আমল) লেখকবৃন্দ। (সুরা ইনফিতার : ১০-১১)

‘কিরামান কাতিবিন’ এর তৈরি হিসাবকে বান্দার ‘আমলনামা’ বলা হয়। আখেরাতে নেককারদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে এবং পাপীরা বাম হাতে আমলনামা পাবে।

মুনকার-নাকির

মুনকার এবং নাকির আল্লাহ তাআলার দুই ফেরেশতা। প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁরা কবরে এসে হাজির হন এবং মৃত ব্যক্তিকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তার রব, তার দীন ও নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে ৩টি প্রশ্ন করেন। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন -

إِذَا أَقْبَرَ الْمَيِّتَ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ
وَلِلْآخَرِ النَّكِيرُ.

অর্থ : যখন মৃতকে কবরে রাখা হয় তখন কালো বর্ণের নীল চক্ষু বিশিষ্ট দু’জন ফেরেশতা আগমন করেন। তাদের একজনের নাম হলো মুনকার এবং অপরজনের নাম হলো নাকির। (তিরমিজি)

পাঠ-৪

আখিরাত (الْآخِرَةُ)

আখিরাতের পরিচয়

আখিরাত (الْآخِرَةُ) আরবি শব্দ। আখিরাত মানে পরকাল। মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনকে আখিরাত বলা হয়। এ জীবনের শুরু আছে, শেষ নেই। কবরে অবস্থান, সাওয়াল-জবাব, পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম এ সবকিছুই আখেরাতের অন্তর্ভুক্ত।

আখেরাতের জীবন দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত

- ১। মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত;
- ২। হাশরের মাঠ থেকে অনন্তকাল অবধি।

আখেরাতের উপর ইমান রাখা ফরজ। যারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে না তারা মুমিন নয়। মহান আল্লাহ কুরআন মাজিদে মুমিনদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.

অর্থ : আর তারা আখেরাতের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। (সুরা বাকারা : ৪)

আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। ইহকাল ক্ষণস্থায়ী, পরকাল চিরস্থায়ী। আখেরাতের বিশ্বাস মানুষকে সত্য পথের অনুসারী বানায়, সৎকর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আমরা আখেরাতে বিশ্বাস করব এবং নেক আমল করব।

পাঠ-৫

মৃত্যু (الْمَوْتُ)

মানবদেহে একটি অদৃশ্য শক্তি রয়েছে যা মানুষকে জীবিত রাখে। এ শক্তির নাম হলো রুহ বা আত্মা। মহান আল্লাহর নির্দেশে মৃত্যুর দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা মালাকুল মাউত আলাইহিস সালাম এ রুহকে যখন কবজ করেন, তখন মানুষ মারা যায়। মৃত্যু আল্লাহর শাস্ত বিধান। কোনো জীবই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবে না। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.

অর্থ : প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের পাথেয় সংগ্রহের জন্য এ দুনিয়ায় মানুষের আগমন ঘটেছে। মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা ইহকাল থেকে পরকালে পাড়ি দেই। তাই মৃত্যু হলো দুনিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি এবং আখেরাতের প্রবেশদ্বার।

কুরআন-হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, মুমিন বান্দা মৃত্যুর সময় পরকালের শান্তির নমুনা দেখতে পায়। ফলে মৃত্যুযন্ত্রণা সে অনুভব করে না। কিন্তু পাপী ব্যক্তি মৃত্যুকালে ভয়ংকর দৃশ্য দেখে থাকে। ফলে তার মৃত্যুযন্ত্রণা হয় কঠিন ও ভয়াবহ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বারবার মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে পানাহ চাইতে তাকিদ দিয়েছেন। মৃত্যু যন্ত্রণাকে 'সাকরাতুল মাউত' বলা হয়।

পাঠ-৬

কবর (الْقَبْرِ)

কবর (الْقَبْرِ) আরবি শব্দ। এর অর্থ মৃতদেহ দাফন করার স্থান। একজন মুসলমানের মৃতদেহ যেখানে দাফন করা হয় সে স্থানকে কবর বলা হয়। মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়কে কবরের জিন্দেগি বলে। একে ‘আলমে বারযখ’ও বলা হয়। বস্তুত মৃত দেহ মাটিতে দাফন করা হোক, পানিতে ফেলে দেয়া হোক, আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হোক অথবা কোনো জীবজন্তু খেয়ে ফেলুক সকল অবস্থাই বারযাখের জিন্দেগির মধ্যে গণ্য।

আখেরাতের প্রথম ধাপ হলো কবর। কবর জীবনের সূচনা হয় মুনকার ও নাকিরের প্রশ্নের মাধ্যমে। তাঁরা সকলকে তিনটি প্রশ্ন করেন। যথা :

১। তোমার রব কে?

২। তোমার দীন কী?

৩। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন- ইনি কে?

যারা নেককার তাঁরা এ সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে। হাদিস শরিফের বর্ণনা অনুযায়ী মুমিন বান্দা উত্তরে বলবে- আমার রব আল্লাহ, আমার দীন ইসলাম, আর তিনি আল্লাহর রসুল। তখন আল্লাহর হুকুমে তার কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। তার জন্য শান্তিময় আবাসের ব্যবস্থা করা হবে। তখন সে পরম সুখে ঘুমাতে থাকবে। আর যারা নাফরমান বা মুনাফিক তারা এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তারা শুধু বলতে থাকবে, হায়! আমি কিছুই জানি না। তখন তাদের উপর ভীষণ আযাব শুরু হবে। তাদের কবর সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা কবরে শান্তি ভোগ করবে।

আমরা কবর জীবনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখব এবং মৃত্যুর পূর্বেই আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করব।

পাঠ-৭

কিয়ামত (الْقِيَامَةُ)

কিয়ামত (الْقِيَامَةُ) শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পুনরুত্থান এবং ইয়াউমুল কিয়ামাহ (يَوْمُ الْقِيَامَةِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পুনরুত্থান দিবস। অনুরূপভাবে মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়াকেও কিয়ামত বলে।

পরিভাষায়- জগতের প্রলয়ের জন্য প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া থেকে আরম্ভ করে হাশর-নশর, হিসাব, জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ধারণ হওয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়কে কিয়ামত দিবস বলে।

যখন আল্লাহ তাআলার হুকুমে ইসরাফিল আলাইহিস সালাম প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁ দিবেন তখন প্রথমে মানব, জিন, জীব-জন্তুসহ সকল প্রাণী মারা যাবে। পরবর্তীতে আসমান ফেটে যাবে, চন্দ্র-সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে, জমিন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, পাহাড়-পর্বত তুলার মত উড়তে থাকবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ ব্যতীত সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে।

যখন আবার ফুঁ দেওয়া হবে তখন সবাই জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। সেখানে সকলের আমলের হিসাব নেওয়া হবে। কুরআন মাজিদে এ দিবসকে 'কিয়ামত দিবস' ও 'হিসাব-নিকাশের দিন' সহ বিভিন্ন নামে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে, তা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে : **إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ** অর্থ : নিশ্চয় কিয়ামত

সংঘটিত হওয়ার প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহর নিকট আছে। (সুরা লুকমান : ৩৪)

কিয়ামতের উপর বিশ্বাস রাখা ইসলামের মৌলিক আকিদার অন্তর্ভুক্ত। আমরা কিয়ামতের উপর ইমান রাখব এবং সবসময় আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পথে চলব।

পাঠ-৮

তাকদির (التَّقْدِيرُ)

তাকদিরের পরিচয়

তাকদির (التَّقْدِيرُ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ নির্ধারণ করা।

পরিভাষায়- প্রত্যেক সৃষ্টির ভাগ্যে মহান আল্লাহ যা কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন তাকে তাকদির বলে।

আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টির ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জগতের সকল বিষয় পরিচালিত হয়। জগতে যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে সবই তাকদিরে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا.

অর্থ : তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি সৃষ্টিকে পরিমিতভাবে নির্ধারণ করেছেন। (সুরা ফুরকান : ০২)

তাকদিরের প্রকার

তাকদির দুই প্রকার। যথা

১। **তাকদিরে মুবরাম** : যে তাকদিরে কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে তাকদিরে মুবরাম বলে।

২। **তাকদিরে মুআল্লাক** : যে তাকদির চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও দোআর মাধ্যমে পরিবর্তন হয় তাকে তাকদিরে মুআল্লাক বলে।

তাকদিরের উপর বিশ্বাস রাখা ইমানের অপরিহার্য বিষয়। আমরা তাকদিরের উপর ইমান রাখব এবং সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয় এ বিশ্বাস পোষণ করব।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) রসূলগণের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছাতেন-

(১) মিকাইল (ﷺ)

(২) জিবরীল (ﷺ)

(৩) ইসরাফিল (ﷺ)

(৪) মালাকুল মাউত (ﷺ)

(খ) বান্দার আমলনামা লেখেন-

(১) কিরামান-কাতিবিন

(২) মুনকার ও নাকির

(৩) মিকাইল (ﷺ)

(৪) ইসরাফিল (ﷺ)

(গ) আখেরাত বিভক্ত-

(১) ২টি পর্যায়ে

(২) ৩টি পর্যায়ে

(৩) ৪টি পর্যায়ে

(৪) ৫টি পর্যায়ে

(ঘ) আখেরাতের প্রবেশদ্বার বলা হয়-

(১) কবরকে

(২) মৃত্যুকে

(৩) পুলসিরাতকে

(৪) কিয়ামতকে

(ঙ) তাকদিরে মুবরাম-

(১) পরিবর্তনশীল

(২) অপরিবর্তনশীল

(৩) দোআয় পরিবর্তনশীল

(৪) তদবিরে পরিবর্তনশীল

(চ) ফেরেশতা শব্দটি-

(১) আরবি

(২) ফার্সি

(৩) উর্দু

(৪) হিব্রু

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- (ক) ফেরেশতার কাজ কী?
- (খ) ইসরাফিল আলাইহিস সালাম এর দায়িত্ব কী?
- (গ) কবরে প্রশ্নকারী ফেরেশতাদের নাম কী?
- (ঘ) আখেরাত কী?
- (ঙ) আখেরাতের প্রথম ধাপ কোনটি?
- (চ) কিয়ামত কী?
- (ছ) তাকদিরে বিশ্বাস বলতে কী বুঝ?

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- (ক) প্রধান চার ফেরেশতার নাম ও তাদের দায়িত্ব কী?
- (খ) মৃত্যু কী? মানুষের উপর মৃত্যু যন্ত্রণার ধরন কেমন হবে?
- (গ) কবর কাকে বলে? কবরে কাফির ও মুনাফিকের অবস্থা কেমন হবে?
- (ঘ) তাকদির কী? তাকদিরের উপর বিশ্বাস কেন করব?
- (ঙ) কিয়ামত কী? কিয়ামত কিভাবে সংঘটিত হবে?

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) ফেরেশতারা — তৈরি।
- (খ) মেঘ-বৃষ্টির দায়িত্ব পালন করেন — আলাইহিস সালাম।
- (গ) মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনকে — বলে।
- (ঘ) মুনকার ও নাকির আল্লাহ তাআলার দুই —।
- (ঙ) জান্নাত ও জাহান্নাম — অন্তর্ভুক্ত।

ফিকহ চতুর্থ অধ্যায় তাহারাত

পাঠ-১

অজু (الْوُضُوءُ)

অজুর পরিচয়

অজু পবিত্রতা অর্জনের একটি মাধ্যম। অজু (الْوُضُوءُ) শব্দের অর্থ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।

শরিয়তের পরিভাষায়- পবিত্র পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে শরীরের তিনটি অঙ্গ তথা মুখমণ্ডল, হাত ও পা ধৌত করা এবং মাথা মাসেহ করাকে অজু বলে। অজু ব্যতীত সালাত আদায়, পবিত্র কাবা ঘরের তাওয়াফ এবং কুরআন স্পর্শ করা জায়েজ নয়। অজুর মাধ্যমে মুমিনের গুনাহ মাফ হয়।

অজুর ফরজ

অজুর ফরজ ৪টি। যথা

১. মুখমণ্ডল ধৌত করা;
২. কনুইসহ উভয় হাত ধৌত করা;
৩. মাথার চারভাগের এক ভাগ মাসেহ করা;
৪. টাখনুসহ উভয় পা ধৌত করা।

ফরজ কাজগুলোর কোনো একটি বাদ পড়লে অজু হয় না। ধৌত করার স্থানে বিন্দু পরিমাণ জায়গা শুকনো থেকে গেলে অজু হবে না। এছাড়াও অজুর মধ্যে বেশকিছু সুন্নাত এবং মুস্তাহাব কাজ রয়েছে।

অজু ভঙ্গের কারণ

বিভিন্ন কারণে অজু ভঙ্গ হতে পারে। সাধারণত যেসব কারণে অজু ভঙ্গ হয় তা হলো :

- প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া;
- শরীরের কোনো স্থান হতে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়া;
- মুখ ভরে বমি করা;
- শুয়ে বা কিছুতে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়া;
- সালাতের মধ্যে উচ্চস্বরে হাসা;
- বেহুশ হওয়া;
- পাগল বা মাতাল হওয়া।

পাঠ-২

গোসল (الْغُسْلُ)

গোসলের পরিচিতি

গোসল (الْغُسْلُ) শব্দের অর্থ ধৌত করা, গোসল করা।

শরিয়তের পরিভাষায়- পবিত্রতা অর্জন ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা সমস্ত শরীর ধৌত করাকে গোসল বলে। নিয়মিত গোসল করলে শরীর ও মন সতেজ এবং পবিত্র থাকে।

গোসলের ফরজ

ফরজ গোসলের ফরজ ৩টি। যথা :

১. গড়গড়ার সাথে কুলি করা;
২. নাকে পানি দেওয়া;
৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।

গোসলের সুন্নাত:

- গোসলের নিয়্যাত করা;
- গোসলের শুরুতে بِسْمِ اللّٰهِ বলা;
- উভয় হাত কজ্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা;
- মিসওয়াক করা;
- অজু করা;
- সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধৌত করা।

আমরা সুন্দরভাবে গোসল করব। সুস্থ ও পবিত্র থাকব।

পাঠ-৩

তায়াম্মুম (التَّيْمُمُ)

তায়াম্মুমের পরিচিতি

তায়াম্মুম (التَّيْمُمُ) শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা।

শরিয়তের পরিভাষায়-পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে পানির পরিবর্তে পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যাতে পবিত্র মাটি দ্বারা শরিয়ত নির্ধারিত পন্থায় পবিত্রতা অর্জন করাকে তায়াম্মুম বলা হয়।

তায়াম্মুম অজু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তে করা যায়। তায়াম্মুমের ব্যবস্থা এ উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ দান।

তায়াম্মুমেৰ ফরজ

তায়াম্মুমেৰ ফরজ তিনটি। যথা : (১) নিয়্যাত করা; (২) মুখমণ্ডল মাসেহ করা;
(৩) উভয়হাত কনুইসহ মাসেহ করা।

যে সব অবস্থায় তায়াম্মুম করা যায়

- পানি পাওয়া না গেলে বা পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির অথবা স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থাকলে;
- শত্রু বা হিংস্র জন্তুর ভয়ে পানি সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে;
- পানি কেনার সামর্থ্য না থাকলে অথবা কিনলে সংকটে পড়ার আশঙ্কা থাকলে;
- রাস্তায় পানি পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে এবং যে পানি সঙ্গে আছে তা ব্যবহার করলে পিপাসায় কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে;
- অজু করে আসতে গেলে জানাজা বা ঈদের সালাত না পাওয়ার আশঙ্কা করলে।

যে সব বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ :

পবিত্র মাটি অথবা মাটি জাতীয় পবিত্র বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েজ। যেমন- বালু, পাথর, সুরকি, মাটির পাত্র ইত্যাদি।

পাঠ-৪

ইসতিনজা ও মিসওয়াক (الْإِسْتِنْجَاءُ وَالسَّوَاكُ)

ইসতিনজার পরিচয়:

ইসতিনজা (الْإِسْتِنْجَاءُ) শব্দের অর্থ পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা, পবিত্রতা লাভ করা। শরিয়তের পরিভাষায়- প্রস্রাব-পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জন করাকে ইসতিনজা বলা হয়। ইসতিনজায় অবহেলা করা বড় গুনাহ এবং কবরে আযাবেৰ কারণ বলে হাদিস শরিফে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসতিনজার নিয়ম

প্রস্রাব-পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে মাসনুন দোআ পড়তে হয়। নির্ধারিত স্থানে প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। প্রস্রাব-পায়খানা শেষে আবশ্যিক মত মাটির টিলা, টয়লেট পেপার ইত্যাদি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নাত। শুধু পানি দিয়েও পবিত্রতা অর্জন করা যায়। পানি না পাওয়া গেলে শুধু টিলা দ্বারা ইসতিনজা করাও জায়েজ আছে। টিলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনটি বা পাঁচটি অর্থাৎ বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করা মুস্তাহাব। হাড় বা শুকনো গোবর দিয়ে ইসতিনজা করা মাকরুহ।

বের হওয়ার সময় ডান পা প্রথমে দিয়ে বের হতে হয়। প্রবেশের পূর্বে এবং বের হয়ে নির্ধারিত মাসনুন দোআ পড়তে হয়।

দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা, কিবলামুখী হয়ে বা কিবলা পিছনে রেখে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষেধ।

মিসওয়াক ও সিওয়াক

সিওয়াক (السَّوَاك) অর্থ মাজা, ঘষা ইত্যাদি।

পরিভাষায়- গাছের ডাল, শিকড় বা টুথ ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজা ও পরিষ্কার করাকে সিওয়াক বলা হয়। আর যে বস্তু দ্বারা দাঁত মাজা বা পরিষ্কার করা হয় তাকে মিসওয়াক বলা হয়।

মিসওয়াক করা সুন্নাহ। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত মিসওয়াক করতেন এবং মিসওয়াক করার বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামকে উৎসাহ দিতেন। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- “মিসওয়াক মুখের পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায়।” (বুখারি)

যয়তুন বা নিমের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা ভালো। মিসওয়াক নরম হওয়া উচিত এবং হাতের আগুলের মত মোটা এবং এক বিঘত লম্বা হওয়া উত্তম। মিসওয়াকের মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। মিসওয়াক করলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, মাথা ব্যথা উপশম

হয়, কাশি দূর হয়, দৃষ্টি শক্তি বাড়ে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি মিসওয়াক করলে আল্লাহ পাক খুশি হন।

মিসওয়াকের নিয়ম

মিসওয়াক করার মাসনুন পদ্ধতি হলো- মুখের ডান দিক থেকে শুরু করা এবং দাঁতের প্রস্থের দিক থেকে মিসওয়াক করা। মিসওয়াকের সময় ডান হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলী মিসওয়াকের নিচে আর মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলী মিসওয়াকের উপরে রাখবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা এর নিচে ভালোভাবে ধরবে।

নিম্নের কয়েকটি সময় মিসওয়াক করা উত্তম:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ১. ঘুমানোর আগে; | ২. ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে; |
| ৩. অজুর পূর্বে; | ৪. গোসলের পূর্বে; |
| ৫. কোনো মজলিসে যাওয়ার পূর্বে এবং | ৬. কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে ইত্যাদি। |

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) অজু ব্যতীত বৈধ নয়-

- | | | | |
|-----------|---------|----------|-------------|
| (১) সালাত | (২) দোআ | (৩) সাওম | (৪) জিয়ারত |
|-----------|---------|----------|-------------|

(খ) গোসলের সময় গড়গড়ার সাথে কুলি করা-

- | | | | |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| (১) ফরজ | (২) ওয়াজিব | (৩) সুন্নাত | (৪) মুবাহ |
|---------|-------------|-------------|-----------|

(গ) তায়াম্মুম জায়েজ-

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| (১) সোনা দ্বারা | (২) মাটি দ্বারা | (৩) রূপা দ্বারা | (৪) কাঠ দ্বারা |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|

(ঘ) প্রস্রাব থেকে পবিত্র না থাকলে আজাব হয়-

- | | | | |
|----------|-----------|---------------|--------------|
| (১) কবরে | (২) হাশরে | (৩) পুলসিরাতে | (৪) কিয়ামতে |
|----------|-----------|---------------|--------------|

(ঙ) মিসওয়াক করা-

- (১) জায়েয (২) সুন্নাহ (৩) ওয়াজিব (৪) ফরজ

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- (ক) অজু শব্দের অর্থ কী? অজুর সংজ্ঞা দাও।
 (খ) অজুর ফরজ কয়টি ও কী কী?
 (গ) তায়াম্মুম কী? এর ফরজ কয়টি?
 (ঘ) ইসতিনজা কাকে বলে?
 (ঙ) মিসওয়াক করার পদ্ধতি কী?

৩। প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- (ক) অজু ভঙ্গের কারণগুলো বর্ণনা কর।
 (খ) গোসলের সুন্নাহ কী কী?
 (গ) তায়াম্মুম কাকে বলে? কখন এবং কী দিয়ে তায়াম্মুম জায়েজ?
 (ঘ) ইসতিনজার নিয়ম বর্ণনা কর।
 (ঙ) মিসওয়াকের উপকারিতা কী কী?

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) অজুর মাধ্যমে মুমিনের ---- মাফ হয়।
 (খ) ----- ও ----- উভয়ের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েজ।
 (গ) ইসতিনজা শব্দের অর্থ ----- অর্জন।
 (ঘ) মিসওয়াক করা -----।

পঞ্চম অধ্যায়

সালাত

পাঠ-১

সালাতের ওয়াক্ত (أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ)

প্রতিদিন ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও এশা-এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা প্রত্যেক মুমিনের উপর যেমন ফরজ, তেমনি নির্ধারিত ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় করাও ফরজ।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচি নিম্নরূপ

ফজর : সুবহে সাদিক শুরু হওয়ার সাথে সাথে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়। সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত থাকে।

জোহর : সূর্য মধ্য আকাশ থেকে পশ্চিম দিকে কিছুটা হেলে পড়লে জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং যে কোনো জিনিসের ছায়া তার মূল ছায়া বাদ দিয়ে দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে। ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় কোনো বস্তুর যে ছায়া থাকে তাই মূল ছায়া।

জুমুয়া সালাতের ওয়াক্ত জোহরের অনুরূপ।



আসর : জোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পরই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসরের সময় থাকে। তবে ইচ্ছে করে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর আসরের সালাত আদায় করা মাকরুহ।

মাগরিব : সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয়। পশ্চিম আকাশে লাল আভা শেষ হয়ে সাদা রং থাকা পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে।

এশা : মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হলেই এশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকে। তবে মধ্যরাতের পূর্বে এশার সালাত আদায় করা উত্তম।

বিতরের ওয়াক্ত শুরু হয় এশার সালাত আদায়ের পর এবং সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত ওয়াক্ত থাকে।

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার ওয়াজিব সালাত সূর্য উদয়ের ১৫-২০ মিনিট পর হতে সূর্য মধ্য আকাশ হতে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পূর্বে আদায় করতে হয়।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

তিন সময়ে সালাত আদায় করা নিষেধ।

১. সূর্যোদয়ের সময়;
২. দ্বিপ্রহরের সময়;
৩. সূর্যাস্তের সময়।

কোনো কারণে ঐ দিনের আসরের সালাত আদায় সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত বিলম্ব হয়ে গেলে তা এ সময়েই আদায় করতে হবে।

বিশেষ নির্দেশনা : শিক্ষক কাঠি দ্বারা শিক্ষার্থীদের মূল ছায়া (আসলি ছায়া) বুঝিয়ে দিবেন।

পাঠ-২

সালাত আদায়ের নিয়ম (صِفَةُ الصَّلَاةِ)

ইমানের পর সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। এটি ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি। মনেপ্রাণে আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে নিবিষ্ট মনে সালাত আদায় করতে হয়। সালাত আদায়ের নির্দিষ্ট কার্যাবলি রয়েছে। ধারাবাহিকভাবে এ কাজগুলো আদায় করতে হয়। নিম্নে দু'রাকাত সালাতের নিয়ম দেওয়া হলো :

- নিয়্যাত করা;
- কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো;
- তাকবিরে তাহরিম বলে হাত বাঁধা।
- ছানা পড়া;
- আউজুবিল্লাহ পড়া এবং বিসমিল্লাহসহ সুরা ফাতিহা পাঠ করা;
- সুরা ফাতিহার সাথে অন্য সুরা বা আয়াত মিলানো;
- তাকবির বলে রুকু করা ও রুকুর তাসবিহ আদায় করা;
- তাসমি (সামিআল্লাহ্ লিমান হামিদাহ) বলে রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ও তাহমিদ পাঠ করা;
- তাকবির বলে সিজদায় যাওয়া ও সিজদার তাসবিহ পাঠ করা;

- তাকবির বলে সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসা। আবার তাকবির বলে দ্বিতীয় সিজদা করা ও সিজদার তাসবিহ পাঠ করা;
- তাকবির বলে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়ানো;
- ছানা পাঠ ব্যতীত প্রথম রাকাতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকাত আদায় করা;
- দ্বিতীয় সিজদা শেষে তাকবির বলে ভালোভাবে বসা। প্রথমে তাশাহ্‌হুদ, এরপর দরুদ ও শেষে দোআ মাছুরা পড়া;
- প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা।

তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট সালাত হলে প্রথম বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করার পর তাকবির বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে একই নিয়মে অবশিষ্ট রাকাত আদায় করতে হয়। তবে ফরজের ক্ষেত্রে সুরা ফাতিহার পর অন্য কোনো সুরা বা আয়াত পাঠ করতে হয় না। শেষ বৈঠকে তাশাহ্‌হুদ, দরুদ শরিফ ও দোআ মাছুরা পড়ে সালাম ফিরাতে হয়।

বিত্র সালাতে তৃতীয় রাকাতে সুরা ফাতিহা ও অন্য সুরা বা আয়াত পাঠ করে তাকবির বলে দাঁড়ানো অবস্থায় দোআ কুনুত পাঠ করতে হয়।

বিশেষ নির্দেশনা : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সালাত আদায়ের নিয়মগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিবেন

পাঠ-৩

সালাতের ফরজসমূহ (فَرَائِضُ الصَّلَاةِ)

সালাতের ফরজ মোট ১৩টি। শরিয়তের পরিভাষায় এগুলোকে সালাতের শর্ত ও রুকন বলা হয়। সালাত আরম্ভ করার আগে ৭টি ফরজ কাজ রয়েছে। এগুলোকে সালাতের শর্ত বলা হয়। যথা:

১. শরীর পবিত্র হওয়া;
২. পোশাক পবিত্র হওয়া;
৩. সালাত আদায়ের স্থান পবিত্র হওয়া;
৪. সতর ঢাকা;
৫. সালাতের ওয়াক্ত হওয়া;
৬. কিবলামুখী হওয়া;
৭. নিয়্যাত করা।

সালাতের ভিতরে ৬ টি ফরজ কাজ রয়েছে। এগুলোকে সালাতের রুকন বলা হয়। যথা :

১. তাকবিরে তাহরিম বলা;
২. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা;
৩. কিরাত অর্থাৎ কুরআন মাজিদের কোনো সুরা বা তার অংশ বিশেষ পাঠ করা;
৪. রুকু করা;
৫. সিজদা করা;
৬. শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পরিমাণ বসা।

সালাতের ফরজ কাজসমূহের কোনো একটি বাদ পড়লে সালাত হয় না।

নারী ও পুরুষের সতর

‘সতর’ আরবি শব্দ। এর অর্থ ঢেকে রাখা, আবৃত করা।

পরিভাষায়- নারী পুরুষের শরীরের যে অঙ্গসমূহ সর্বদা আবৃত রাখা ফরজ তাকে সতর বলা হয়। সালাতে সতর না ঢাকলে সালাত আদায় হয় না। পুরুষের সতর হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। মহিলাদের মুখমণ্ডল ও হাতের কজি ব্যতীত সমস্ত দেহ সতরের অন্তর্ভুক্ত। সতর ঢাকা শুধু সালাতের সময় নয়, বরং সব সময়ই ফরজ।

পাঠ-৪

সালাতের ওয়াজিবসমূহ (وَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ)

সালাতের মধ্যে ওয়াজিব কাজ হলো ১৪টি। এগুলোর কোনো একটি ছুটে গেলে সাহু সিজদা দিতে হবে। অন্যথায় সালাত শুদ্ধ হবে না। সাহু সিজদা হলো- শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে অতিরিক্ত দু'টি সাজদা আদায় করা।

সালাতের ওয়াজিবসমূহ

১. সুরা ফাতিহা পড়া;
২. ফরজ সালাতের প্রথম দু'রাকাতে এবং অন্যান্য সালাতের সব রাকাতে সুরা ফাতিহার সাথে অন্য সুরা বা আয়াত মিলানো;
৩. ফরজ সালাতে কুরআনের কোনো সুরা বা তার অংশবিশেষ পাঠের জন্য প্রথম দু'রাকাতকে নির্দিষ্ট করা;
৪. ফরজ কাজগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
৫. রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো;
৬. দু'সিজদার মধ্যে সোজা হয়ে বসা;
৭. তা'দিলে আরকান অর্থাৎ রুকু, সিজদা, দাঁড়ানো ও বসায় কমপক্ষে এক তাসবিহ পরিমাণ স্থির থাকা;
৮. তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতে দু'রাকাতের পর তাশাহুদ পরিমাণ বসা;
৯. প্রথম ও শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া;
১০. মাগরিব, এশা, ফজর, জুমুআহ ও দুই ঈদের সালাতে ইমামের উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করা;
১১. বিত্‌র সালাতের শেষ রাকাতে অতিরিক্ত তাকবির দিয়ে দোআ কুনুত পড়া;
১২. দু'ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবির বলা;
১৩. সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা;
১৪. ভুলে কোনো ওয়াজিব কাজ বাদ পড়লে সাহু সিজদা দেওয়া।

পাঠ-৫

দোআ কুনুত

বিত্র সালাতের তৃতীয় রাকাতে রুকুতে যাওয়ার আগে উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবির বলে দোআ কুনুত পড়তে হয়। দোআ কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব। আর তাকবির বলা ও কান পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নাত।

দোআ কুনুত

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي
عَلَيْكَ الْحَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ،
اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّيُّ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعِي وَنَخْفِدُ، وَنَرْجُو
رَحْمَتَكَ وَنُخْشِي عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, তোমারই নিকট ক্ষমা চাই, তোমার প্রতি ইমান রাখি, তোমারই উপর ভরসা করি এবং তোমার উত্তম প্রশংসা করি। আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তোমার কুফরি করি না। যারা তোমার অবাধ্য হয় আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি এবং তাদের ত্যাগ করি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি। তোমার উদ্দেশ্যেই সালাত আদায় করি এবং তোমাকেই সিজদা করি। আমরা তোমার পানে ধাবিত হই। তোমার জন্যই আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা। আমরা তোমার অনুগ্রহপ্রার্থী এবং তোমার শাস্তির ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত। নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি কাফিরদের জন্য অবধারিত।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

- (ক) কোনো জিনিসের ছায়া কী পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের ওয়াক্ত থাকে?
 (১) এক গুণ (২) দ্বিগুণ (৩) আড়াই গুণ (৪) তিন গুণ
- (খ) নির্ধারিত ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় করা কী?
 (১) ওয়াজিব (২) ফরজ (৩) সুন্নাত (৪) মুস্তাহাব
- (গ) কোনটি সালাতের ওয়াজিব-
 (১) নিয়্যাত করা (২) রুকু করা (৩) ফাতিহা পড়া (৪) কিবলামুখী হওয়া
- (ঘ) পুরুষের সতর কতটুকু?
 (১) নাভি থেকে হাঁটু (২) পেট থেকে হাঁটু (৩) কোমর থেকে হাঁটু (৪) নাভি থেকে গিরা
- (ঙ) কোন সালাতে দোআয়ে কুনুত পড়তে হয়?
 (১) ফজর (২) এশা (৩) বিত্র (৪) মাগরিব

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- (ক) কোন কোন সময় সালাত আদায় করা নিষেধ?
 (খ) সালাতের শর্ত ও রুকন বলতে কী বুঝ?
 (গ) নারী-পুরুষের সতর কী?
 (ঘ) সাহু সিজদা কী?
 (ঙ) সালাতের প্রথম ও শেষ বৈঠকে কী কী পড়তে হয়?

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- (ক) সালাতের ওয়াক্তসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
 (খ) সালাতের শর্ত ও রুকন মোট কয়টি ও কী কী?
 (গ) সালাতের ওয়াজিবগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখ।
 (ঘ) দুই রাকাত সালাত আদায়ের নিয়ম লেখ।
 (ঙ) দোআয়ে কুনুত এর অর্থ লেখ।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত — ওয়াক্ত থাকে।
 (খ) বিত্রের ওয়াক্ত শুরু হয় — সালাত আদায়ের পর।
 (গ) সালাত আরম্ভ করার আগে — ফরজ কাজ আছে।
 (ঘ) সালাতের ভিতরে — ফরজ কাজ রয়েছে।
 (ঙ) দৈনিক — সময়ে সালাত আদায় করা নিষেধ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাওম, যাকাত ও হজ্জ

পাঠ-১

সাওমের পরিচয় ও গুরুত্ব

সাওম ও সিয়াম (الصَّوْمُ وَالصِّيَامُ) আরবি শব্দ। সাওম বা সিয়াম অর্থ বিরত থাকা। শরিয়তের পরিভাষায়- সাওমের নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলা হয়।

ইসলামে সাওমের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি ইসলামের অন্যতম মূল স্তম্ভ। আল্লাহ আমাদের উপর রমজান মাসে পূর্ণ এক মাস সাওম পালন করা ফরজ করেছেন। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

অর্থ: হে যারা ইমান এনেছো! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। (সূরা বাকারা : ১৮৩)

সাওম আমাদেরকে মন্দ কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে এবং আচরণে সংযমী হওয়ার শিক্ষা দেয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

الصِّيَامُ جُنَّةٌ অর্থ: “সাওম ঢাল স্বরূপ।” (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

আল্লাহ সাওম পালনকারীকে ক্ষমা করেন এবং অশেষ সওয়াব দান করেন। সাওম স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী।

পাঠ-২

সুহুর ও ইফতার (السُّحُورُ وَالْإِفْطَارُ)

সুহুর

রোজা রাখার উদ্দেশ্যে শেষ রাতে কিছু খাওয়া সুন্নাত। একে সুহুর বলে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً

অর্থ : তোমরা সাহুর খাও, কেননা এতে অনেক বরকত রয়েছে। (বুখারি-১৯২৩)। সুহুরের সময় হলো সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত। শেষ রাতের খাবার গ্রহণকে **سُحُور** (সুহুর) বলে। খাবারকে **سَحُور** (সাহুর) বলে।

ইফতার

সূর্যাস্তের সাথে সাথে সাওমের সময় শেষ হয়ে যায়। এ সময় কিছু পানাহার করে সাওম ভঙ্গ করাকে ইফতার বলে। ইফতারের সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা উত্তম। সাওম পালনকারীর জন্য ইফতার খুব খুশির কাজ। নিজে ইফতার করা এবং অপরকে ইফতার করানো অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “সাওম পালনকারীর জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে। একটি ইফতারের সময়, অপরটি আখেরাতে তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়।” (বুখারি ও মুসলিম)

ইফতারের দোআ

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার জন্য আমি সাওম পালন করেছি এবং তোমার দেওয়া রিজিকের দ্বারা ইফতার করেছি।

ইফতার শেষ করে দোআ

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَّتِ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

অর্থ: পিপাসা দূর হল, শিরা-উপশিরা শিক্ত হল এবং আল্লাহ চাহেতো প্রতিদান নির্ধারিত হল। (আবু দাউদ: ২৩৫৯)।

পাঠ-৩

যাকাত (الزَّكَاةُ)

যাকাতের পরিচয়

যাকাত (الزَّكَاةُ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ পবিত্রতা, বৃদ্ধি পাওয়া। শরিয়তের পরিভাষায়- নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক কর্তৃক বছরান্তে তার সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (শতকরা ২.৫ ভাগ) আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলে।

যাকাতের গুরুত্ব

যাকাত ইসলামের অন্যতম একটি মূল ভিত্তি। এটি একটি ফরজ ইবাদত। যাকাতকে ইসলামি অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলা হয়। দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যাকাতের ভূমিকা অপরিহার্য। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً.

অর্থ : তাদের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ কর। (সূরা তাওবা : ১০৩)

যাকাত একদিকে যাকাতদাতার ধন-সম্পদকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে, এর প্রবৃদ্ধি সাধন করে, অন্যদিকে দরিদ্রদের আর্থিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে। যাকাতের মাধ্যমে যাকাতদাতার মন-মানসিকতাও পবিত্র হয়।

ইসলামে যাকাত এবং সালাতের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো সুযোগ নেই। প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খিলাফতকালে আরবে কিছু গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল অথচ তারা সালাত আদায় করত। খলিফা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। যাকাতের প্রতি অবহেলা করা কোনো মুসলমানের উচিত নয়। নিসাব পরিমাণ মালের মালিকের জন্য বছরান্তে হিসাব করে যাকাত প্রদান করা আবশ্যিক।

যাকাত কখন ফরজ হয়

নিম্নের শর্তগুলো পাওয়া গেলে যাকাত ফরজ হয়।

১. মুসলিম হওয়া;
২. স্বাধীন হওয়া;
৩. নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া;
৪. সম্পদের উপর পূর্ণ মালিকানা থাকা;
৫. সম্পদের মালিকানা এক বছর পূর্ণ হওয়া।

যাকাতের নিসাব

বিভিন্ন সম্পদের নিসাবের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন-

- ক) স্বর্ণ: সাড়ে সাত তোলা (৮৫ গ্রাম);
- খ) রৌপ্য: সাড়ে বায়ান্ন তোলা (৫৯৫ গ্রাম);
- গ) নগদ অর্থ ও ব্যবসার সম্পদ: সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের অথবা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ।

পাঠ-৪

হজ্জ (الْحَجُّ)

হজ্জের পরিচয়

হজ্জ (الْحَجُّ) আরবি শব্দ। এর অর্থ ইচ্ছা ও সংকল্প করা, জিয়ারত করা ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায়- জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ থেকে ১৩ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত স্থানে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও নির্দিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদন করাকে হজ্জ বলে।

হজ্জের ফরজ কাজ

হজ্জের ফরজ কাজ তিনটি। যথা-

ইহরাম বাঁধা, আরাফায় অবস্থান ও কা'বা শরিফের তাওয়াফ করা।

হজ্জের ওয়াজিব কাজ

হজ্জের ওয়াজিব পাঁচটি। যথা-

সান্নি করা, মুযদালিফায় অবস্থান, জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ, হলক বা কসর ও বিদায়ী তাওয়াফ।

হজ্জের গুরুত্ব

হজ্জ একটি ফরজ ইবাদত। হজ্জের অনেক ফজিলত রয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “মকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়” (বুখারি ও মুসলিম)। হজ্জের অন্যতম দুটি তাৎপর্য রয়েছে। প্রথমত হজ্জ আখেরাতের সফরের এক বিশেষ নিদর্শন। দ্বিতীয়ত এটি আল্লাহর ভালোবাসা প্রকাশের এক অনুপম মাধ্যম। এছাড়া হজ্জ বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের একটি প্রতীক।

যাদের উপর হজ্জ করা ফরজ

আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরজ। হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। এগুলো হলো :

- ১। মুসলমান হওয়া;
- ২। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া;
- ৩। সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া;
- ৪। স্বাধীন হওয়া;
- ৫। হজ্জ পালনে আর্থিক সঙ্গতি ও দৈহিক সুস্থতা থাকা;
- ৬। হজ্জের সময় হওয়া;
- ৭। যাতায়াতের রাস্তা নিরাপদ হওয়া;
- ৮। মহিলাদের সাথে স্বামী অথবা মাহরাম পুরুষ থাকা।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) যাকাত শব্দের অর্থ-

- (১) পবিত্রতা (২) দান করা (৩) বিরত থাকা (৪) ইচ্ছা করা

(খ) সম্পদের যাকাতের হার শতকরা-

- (১) ২.৫ ভাগ (২) ৩.৫ ভাগ (৩) ৪.৫ ভাগ (৪) ৫.৫ ভাগ

(গ) হজ্জের ফরজ কোনটি?

- (১) কুরবানি করা (২) আরাফায় অবস্থান করা (৩) সাঈ করা (৪) কঙ্কর নিক্ষেপ করা

(ঘ) কোনটি হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্ত নয়-

(১) মুসলমান হওয়া (২) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (৩) স্বাধীন হওয়া (৪) শক্তিশালী হওয়া

(ঙ) সাওম শিক্ষা দেয়-

(১) সংযম (২) শালীনতা (৩) ভদ্রতা (৪) উদারতা

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

- (ক) সাওম কাকে বলে?
- (খ) সুহুর ও ইফতার বলতে কী বুঝায়?
- (গ) যাকাত কী?
- (ঘ) সোনা, রূপা ও নগদ অর্থের নিসাব কী?
- (ঙ) হজ্জের তাৎপর্য কী?

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- (ক) সাওম কাকে বলে? এর গুরুত্ব আলোচনা কর।
- (খ) যাকাত কখন ফরজ হয়? যাকাতের গুরুত্ব আলোচনা কর।
- (গ) 'দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ' -ব্যাখ্যা কর।
- (ঘ) হজ্জ কাকে বলে? কার উপর হজ্জ ফরজ?
- (ঙ) সুহুর ও ইফতার কী? সুহুর ও ইফতারের ফজিলত বর্ণনা কর।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- (ক) সাওম ----- স্বরূপ।
- (খ) সাওম পালনকারীর জন্য ----- আনন্দ রয়েছে।
- (গ) যাকাতকে ইসলামি অর্থনীতির ----- বলা হয়।
- (ঘ) হজ্জ জীবনে ----- ফরজ।
- (ঙ) যাকাত ও সালাতের মধ্যে ----- করার সুযোগ নেই।

সপ্তম অধ্যায়

আখলাক

পাঠ-১

আখলাকে হাসানাহ (الأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ)

আখলাক (أَخْلَاقُ) শব্দটি খুলুক (خُلُقُ) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ স্বভাব, চরিত্র। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম ও আচার ব্যবহার থেকে যে স্বভাবের প্রকাশ পায় তার নাম আখলাক। যেসব আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে সুন্দর, নির্মল ও প্রশংসনীয় সেগুলো হলো আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম চরিত্র।

তাকওয়া, সততা, সবর, শোকর, ইহসান, ন্যায়-পরায়ণতা, মানবসেবা, দেশপ্রেমসহ সকল উত্তম গুণাবলি আখলাকে হাসানাহর অন্তর্ভুক্ত। মানবজীবনে আখলাকে হাসানাহর গুরুত্ব অপরিসীম। চরিত্রই হলো একজন মানুষের আসল পরিচয়। আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন হলো আখলাকে হাসানাহর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন:

وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.

অর্থ : আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত। (আল কালাম : ৪)

আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনাদর্শ আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করব।

পাঠ-২

মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে মাতা-পিতাই হলেন আমাদের সবচেয়ে আপনজন ও শ্রদ্ধার পাত্র। মাতা-পিতার মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীর মুখ দেখেছি। তারা অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে সন্তানকে তিলে তিলে মানুষ রূপে গড়ে তোলেন। মানুষের জীবনে মৌলিক যত কর্তব্য আছে, মাতা-পিতার সেবা করা তার অন্যতম।

পবিত্র কুরআন এবং হাদিসে মাতা-পিতার সেবা করার প্রতি অনেক তাকিদ দেওয়া হয়েছে। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে: **وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا** :

অর্থ : মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচরণ কর। (সূরা বনি ইসরাইল : ২৩)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি চাওয়া এক সাহাবিকে উদ্দেশ্য করে বলেন: “তুমি তোমার মায়ের সাথে থাক, কেননা জান্নাত তার পায়ের নিচে।” (নাসায়ি)

মাতা-পিতার প্রতি আমাদের কর্তব্য

মাতা-পিতার প্রতি আমাদের কর্তব্য হলো- তাদের সাথে সদ্যবহার করা, সুন্দর ভাষায় কথা বলা, তাদেরকে শ্রদ্ধা করা, তাদের আদেশ-নিষেধ পালন করা, তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া, কাজ-কর্মে সহযোগিতা করা, সেবা-যত্ন করা, সব সময় তাদের জন্য দোআ করা, বিশেষ করে মৃত্যুর পর তাদের জন্য দোআ করা, তাদের সাথে বেয়াদবি না করা এবং তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া।

আমরা মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করব, মনপ্রাণ দিয়ে তাদের সেবা করব। তাদের মনে কষ্ট আসে এমন কাজ কখনো করব না।

পাঠ-৩

শিক্ষকের প্রতি সম্মান (الْإِحْتِرَامُ لِلْأُسْتَاذِ)

শিক্ষক পরম শ্রদ্ধার পাত্র। মাতা-পিতার পরেই শিক্ষকের মর্যাদা। মাতা-পিতা সন্তানকে লালন-পালন করেন আর শিক্ষক তাকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলেন। তাই শিক্ষককে বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। শিক্ষক অনেক পরিশ্রম করে আমাদের লেখা-পড়া ও আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে থাকেন। তাদের কাছে আমরা চিরঋণী। তাদের প্রতি আমাদের অনেক কর্তব্য রয়েছে। যেমন—

- শিক্ষকের আদেশ-উপদেশ মেনে চলা;
- তাদের সাথে বিনয়ের সাথে কথা বলা;
- সব সময় তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা;
- সাধ্যমত তাদের সেবা-যত্ন করা;
- কোনো অবস্থাতেই তাদের সাথে বেয়াদবি না করা;
- কোনো কারণে শিক্ষক অসম্ভুষ্ট হয়ে পড়লে তার নিকট বিনয়ের সাথে ক্ষমা চাওয়া।

আমরা শিক্ষকের প্রতি সম্মান দেখাব। তাদের আদেশ-উপদেশ মেনে চলব।

পাঠ-৪

ইখলাস (الإِخْلَاصُ)

ইখলাস (الإِخْلَاصُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা। আন্তরিকতার সাথে কোনো কাজ করার নামই হলো ইখলাস।

কোনো আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য বিষয় হলো ইখলাস। তাই পবিত্র কুরআনে খালিসভাবে আল্লাহর আনুগত্য করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রত্যেক কাজে নিয়তের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যাতে আমাদের সকল কাজ খালিসভাবে আল্লাহর জন্য হয়। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবাদতে ইখলাসের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন :

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ .

অর্থ : তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তিনি কিন্তু তোমাকে দেখছেন। (বুখারি : ৫০)

আমরা লৌকিকতা বর্জন করে কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করব।

পাঠ-৫

প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

প্রতিবেশীর অধিকার

আমাদের চারপাশে যাদের বসবাস তারা আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীগণ আমাদের সবচেয়ে কাছের মানুষ। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে তারাই প্রথম এগিয়ে আসেন। তাই ইসলাম তাদের প্রতি সদাচারের নির্দেশ দিয়েছে।
কুরআন মাজিদে ইরশাদ হচ্ছে :

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ.

অর্থ : নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী এবং সঙ্গী-সাথীদের সাথে সদ্যবহার করবে।
(সূরা নিসা : ৩৬)

প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের কর্তব্য হলো- তাদের সাথে সদ্যবহার করা, তাদের মঙ্গল কামনা করা, তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া, গরিব প্রতিবেশীকে আর্থিক সাহায্য করা ও অভুক্ত প্রতিবেশীকে খাবার দেওয়া ইত্যাদি।

আত্মীয় স্বজনের অধিকার

আত্মীয় স্বজনরা আমাদের অত্যন্ত আপন ও কাছের মানুষ। তাদের সাথে সদাচার ও সন্তাব বজায় রাখা, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা আমাদের কর্তব্য। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন :
وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ অর্থ : আত্মীয়দের হক আদায় কর। (সূরা বনি ইসরাইল : ২৬)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন : “আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না।” (সহিহ মুসলিম)

আত্মীয় স্বজনের প্রতি আমাদের কর্তব্য হলো- তাদের সাথে সদাচার ও সদ্ব্যবহার করা, তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা, তাদের বিপদে-আপদে সাহায্য করা ও তাদের কষ্ট না দেওয়া ইত্যাদি।

পাঠ-৬

সততা ও ওয়াদা পালন

সততা

সততা একটি মহৎগুণ। সব সময় সত্য কথা বলা এবং কোনো অবস্থাতেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করা, প্রলোভন বা ভয়-ভীতির মোকাবিলায় সত্যের উপর অটল থাকা প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। সত্যবাদীকে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোবাসেন। আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সदा সত্য কথা বলতেন। এজন্যে সবাই তাঁকে ‘আল-আমিন’ উপাধি দিয়েছিল।

সত্য মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে। এর বাস্তবতা আমরা আব্দুল কাদির জিলানি (র.) এর জীবনে দেখতে পাই। তিনি বালক বয়সে সত্য কথা বলার কারণে ডাকাতদের হাত থেকে মুক্তি পান। ডাকাতরাও তার সততা দেখে নিজেদের পাপের জন্য অনুশোচনা করে সৎপথে ফিরে আসে।

আমরা সदा সত্য কথা বলব। সত্যের উপর সব সময় অটল থাকব।

ওয়াদা পালন

ওয়াদা পালন সততারই একটি অংশ। এটি মানুষের অন্যতম গুণ। কথা দিয়ে কথামত কাজ করাই হলো ওয়াদা পালন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : **وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ**

অর্থ : তোমরা প্রতিশ্রুতি পূরণ কর। (সূরা বনি ইসরাইল : ৩৪)

যে ওয়াদা পালন করে না তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। ভালোবাসে না। ওয়াদা পালন না করাকে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকের আলামত বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

পাঠ-৭

মিথ্যার কুফল

কথা ও কাজে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ইসলামে গুরুতর অপরাধ।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন : **وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ**

অর্থ : তোমরা মিথ্যা কথা পরিহার কর। (সূরা হজ : ৩০)

মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। সে বিপদের সময় কারো সাহায্য পায় না। আমরা মিথ্যাবাদী রাখালের গল্প শুনেছি। সে 'বাঘ' 'বাঘ' বলে অযথা চিৎকার করত আর লোকজন তাকে সাহায্য করতে আসলে সে খিলখিল করে হাসত। কিন্তু যেদিন সত্যিই বাঘ আসল, সেদিন তার চিৎকারে কেউ সাহায্য করতে আসল না। মানুষ মনে করল সে মিথ্যা বলছে। অবশেষে বাঘ তাকে মেরে ফেলল।

মিথ্যা সকল পাপের মূল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা বলাকে মুনাফিকের আলামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মিথ্যাবাদীকে সবাই ঘৃণা করে।

আমরা কখনও মিথ্যা কথা বলব না।

পাঠ-৮

ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি সম্মান

ছোটদের স্নেহ করা এবং বড়দের সম্মান করা ইসলামের সুমহান শিক্ষা। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- “যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়” (তিরমিজি)। তাই বড়দের প্রতি ছোটদের যেমন শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত, তেমনি ছোটদের প্রতি বড়দের স্নেহশীল হওয়া একান্ত কর্তব্য।

ছোটদের প্রতি বড়দের কর্তব্য

- ছোটদের আদর-স্নেহ করা;
- তাদের আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলা;
- তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা;
- আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি।

বড়দের প্রতি ছোটদের কর্তব্য

- বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা;
- তাদের কথা মান্য করা;
- তাদের সালাম দেওয়া।
- বয়স্কদের যানবাহনে উঠতে বা বসতে কিংবা রাস্তা পারাপারে সাহায্য করা ইত্যাদি।

পাঠ-৯

দেশপ্রেম (حُبُّ الْوَطَنِ)

দেশপ্রেম মানে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা, মাতৃভূমির প্রতি মমতা। যে দেশে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, যে দেশের আলো-বাতাসে বড় হয় সে দেশের প্রতি তার স্বভাবজাত ভালোবাসা থাকে। এটাই হলো দেশপ্রেম। মাতৃভূমির প্রতি মমতা মানুষের জন্মগত স্বভাব। আশ্বিয়া ও আউলিয়ায়ে কিরাম সকলেই স্বদেশকে ভালোবেসে গেছেন। আমাদের রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্মভূমিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি যখন কাফিরদের অত্যাচারে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছিলেন তখন তিনি মক্কা ও কাবার দিকে ফিরে বলেছিলেন : “হে আমার স্বদেশ! সকল দেশের চেয়ে আমি তোমাকে বেশি ভালোবাসি। আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে বের করে না দিলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।” (আলমাতালিবুল আলিয়া) কী চমৎকার দেশপ্রেম ছিল মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে। তাই বলা হয় দেশপ্রেম ইমানের অঙ্গ।

দেশের প্রতি কর্তব্য পালনই প্রকৃত দেশপ্রেম। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ত্যাগ স্বীকার করা, দেশের মাটি ও মানুষের জন্য কাজ করা এবং দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা সবই দেশপ্রেমের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা সবাই স্বদেশকে ভালোবাসব। নিজেকে দেশের সুনামগরিক হিসেবে গড়ে তুলব।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

(ক) আখলাকে হাসানাহ কোনটি?

(১) সততা

(২) মিথ্যা বলা

(৩) অহংকার

(৪) হিংসা

(খ) ওয়াদা পালন না করা-

(১) মুশরিকের আলামত

(২) মুনাফিকের আলামত

(৩) ফাসিকের আলামত

(৪) শয়তানের আলামত

(গ) দেশপ্রেম কিসের অঙ্গ?

(১) সালাতের

(২) ইমানের

(৩) ইসলামের

(৪) পবিত্রতার

(ঘ) ডাকাতরা আব্দুল কাদির জিলানির যে গুণ দেখে পাপ কাজ ত্যাগ করেছিল, তা হলো-

(১) সাহসিকতা

(২) সততা

(৩) বিনয়

(৪) বুদ্ধি

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) আখলাকে হাসানাহ কাকে বলে?

(খ) শিক্ষকের প্রতি আমাদের কর্তব্যগুলো কী কী?

(গ) ইখলাস কী?

(ঘ) সততা কী?

(ঙ) ওয়াদা পালন বলতে কী বুঝ? এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

(চ) মিথ্যার কুফল বলতে কী বুঝায়?

(ছ) আল-আমিন কার উপাধি ছিল? কেন তাকে এ উপাধি দেওয়া হয়?

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) পিতা-মাতার প্রতি আমাদের কর্তব্যগুলো বর্ণনা কর।

(খ) প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য রয়েছে?

(গ) ছোটদের প্রতি বড়দের এবং বড়দের প্রতি ছোটদের কর্তব্যগুলো কী কী?

(ঘ) দেশপ্রেম কী? এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

(ঙ) “সত্য মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে” -বিশ্লেষণ কর।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) চরিত্রই হলো মানুষের — পরিচয়।

(খ) মায়ের — সন্তানের বেহেশত।

(গ) আন্তরিকতার সাথে কোনো কাজ করার নাম —।

(ঘ) সত্য — দেয়, মিথ্যা — করে।

(ঙ) মিথ্যা সকল — মূল।

অষ্টম অধ্যায়

দোআ-(الدُّعَاءُ)

পাঠ-১

মাসনুন দোআর পরিচয়

দোআ (الدُّعَاءُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ ডাকা, আহ্বান করা। মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহর নিকট যে প্রার্থনা বা আবেদন জানায় তা-ই দোআ। আর মাসনুন (الْمَسْنُونُ) শব্দের অর্থ সুন্নাহসম্মত। অতএব মাসনুন দোআ হলো সুন্নাহসম্মত দোআ।

পরিভাষায়- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব দোআ করেছেন সেগুলোকে মাসনুন দোআ বলে।

দোআ অন্যতম ইবাদত। হাদিস শরিফের ভাষায় দোআই ইবাদত। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে কাকুতি মিনতির সাথে, কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট দোআ করা উচিত। দোআর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত আরেকটি শব্দ হলো মুনাজাত (الْمُنَاجَاةُ)। এর আভিধানিক অর্থ অন্তরের কথা চুপিসারে বলা, চুপেচুপে কথা বলা। পরিভাষায়- আল্লাহর সাথে বান্দার সকল কথা, কথোপকথন, জিকির, প্রার্থনা ও দোআকেই মুনাজাত বলা হয়।

পাঠ-২

কুরআন মাজিদ থেকে দু'টি দোআ

পবিত্র কুরআন মাজিদ হতে দু'টি দোআ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১- رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. رَبَّنَا
اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল কর। হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিও। (সুরা ইবরাহিম : ৪০-৪১)

২- رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي
قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং পূর্ববর্তী মুমিন ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমিতো অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু। (সুরা হাশর : ১০)

পাঠ-৩

আয়নায় চেহারা দেখার সময় যে দোআ পড়তে হয়

আয়নায় নিজের চেহারা দেখার সময় পড়বে :

اللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي.

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার আকৃতি সুন্দর করেছ, আমার চরিত্রও সুন্দর করে দাও।

(মুসনাদে আহমাদ: ৩৮২৩)

পাঠ-৪

রাগের সময় ও হাই উঠলে যে দোআ পড়তে হয়

রাগ উঠলে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে বসে যাবে। এতে রাগ না থামলে শুয়ে পড়বে। অন্য হাদিসে এসেছে, রাগ হলে অজু করবে এবং নিচের দোআ পড়বে :

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হাই উঠলে মুখের উপর হাত রাখবে এবং পড়বে

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

অর্থ : কোনো শক্তি নেই, কোনো সামর্থ্যও নেই একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত।

পাঠ-৫

যানবাহনে আরোহণের সময় যে দোআ পড়তে হয়

সকল প্রকার যানবাহনে আরোহণের সময় পড়ার দোআ

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.

অর্থ : পবিত্র সে মহান সত্তা, যিনি একে আমাদের বশীভূত করেছেন, যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সামর্থ্য ছিলাম না। আর নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। (যুখরুফ: ১৩-১৪)

পাঠ-৬

সালাত পরবর্তী তাসবিহ

প্রতি ফরজ সালাতের পর যে তাসবিহ পড়তে হয়

- **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ** (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই) ৩ বার।
- **اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ**
(হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি, তোমার থেকেই শান্তি, তুমি বরকতময়, হে মহান ও সম্মানিত) ১ বার।
- **سُبْحَانَ اللَّهِ** (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি) ৩৩ বার।
- **الْحَمْدُ لِلَّهِ** (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) ৩৩ বার।
- **اللَّهُ أَكْبَرُ** (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) ৩৩ বার অথবা ৩৪ বার। এবং
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই। রাজত্ব তারই, সকল প্রশংসা তার। তিনিই সকল কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।) ১ বার
- তারপর আয়াতুল কুরসী ১ বার, সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস ১ বার করে।

অনুশীলনী

- ১। দোআ ও মুনাজাতের পরিচয় দাও। দোআর গুরুত্ব সম্পর্কে যা জান লিখ।
- ২। পবিত্র কুরআন মাজিদ এর একটি দোআ অর্থসহ লিখ।
- ৩। যানবাহনে আরোহণের সময় পড়ার দোআ অর্থসহ লিখ।
- ৪। আয়নায় চেহারা দেখার সময় পড়ার দোআটি অর্থসহ লিখ।
- ৫। ফরজ সালাতের পর কী কী তাসবীহ পড়তে হয়?

শিক্ষক নির্দেশিকা

আকাইদ ও ফিক্হ পাঠ্য গ্রন্থটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে রচিত। এটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ আকাইদ, দ্বিতীয় অংশ ফিক্হ এবং তৃতীয় অংশ আখলাক ও দোআ। শিক্ষার্থীদের বয়স ও মেধা বিবেচনা করে বইয়ের বিষয়বস্তুকে সহজভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা জরুরি।

- ১। আকাইদ বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত একটি মৌলিক বিষয়। তাই শিক্ষার্থীদের নিকট সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা প্রয়োজন।
- ২। ফিক্হ বিষয় পাঠদানের সময় অজু, গোসল, তায়াম্মুম ও সালাতের ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদেরকে অজুখানা বা পানির কাছে নিয়ে অজু ও গোসলের নিয়মাবলি শেখানো, মাটি দ্বারা তায়াম্মুমের নিয়ম শিক্ষা দেওয়া এবং মসজিদ অথবা নামাজের ঘরে নিয়ে নামাজের যাবতীয় নিয়মাবলি বাস্তবে দেখিয়ে দেওয়া দরকার।
- ৩। প্রতিটি বিষয় শুরু করার পূর্বে সে বিষয়ের আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয়সহ উক্ত বিষয় সম্পর্কে একটি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া প্রয়োজন।
- ৪। আকিদা ও ইমান সম্পর্কিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়করণ এবং ইবাদতের বিষয়গুলো বেশি বেশি অনুশীলনের মাধ্যমে পাঠ আয়ত্ত করানো এবং পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা উচিত।
- ৫। আদর্শ জীবন গঠনের জন্য শিক্ষার্থীদের আখলাক অধ্যায় পাঠদানের সময় নবি, রসুল, অলি ও অনুকরণীয় মনীষীদের উপমা ও তাঁদের জীবন থেকে সংশ্লিষ্ট ঘটনা পেশ করে সে আলোকে জীবন গঠনের উপদেশ দেওয়া জরুরি।

৬। মাসনুন দোআসমূহ যথাসময়ে ও যথাস্থানে পড়ার গুরুত্ব বুঝিয়ে বার বার অনুশীলন করানো প্রয়োজন।

৭। প্রত্যেক অধ্যায়ের পাঠদান শেষে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে এবং দলীয় কাজ দিয়ে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা জরুরি।

সমাপ্ত



২০২৬ শিক্ষাবর্ষ

ইবতেদায়ি চতুর্থ শ্রেণি : আকাইদ ও ফিক্হ

জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।

—সূরা রাদ : ২৮



বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য